47

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 OCT 1996 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা, শনিবার, ৪ কার্তিক, ১৪০৩ ঃ ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৬

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

ঢাকা যশোর কুমিল্লা চট্টগ্রাম—এই চারটি বোর্ডের এইচএসসি বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের ফল আজ বেরুবে। চারটি বোর্ডে পাসের হার উনিশ শতাংশ থেকে চৌত্রিশ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবার পাঁচটি বোর্ডের পরীক্ষায়ই একই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। সমমানের এ পরীক্ষায় রাজশাহীর ফলও তেমন ভিন্ন কিছু হবে, এমন মনে হয় না। ফলে, সহজেই বলা যায়, এবার পাসের হার শোচনীয়ভাবে নেমে গেছে, যা শিক্ষার্থী আর অভিভাবক মহলে হতাশা ছড়িয়েছে। শিক্ষা-মন্ত্রী এ. এস. এইচ. কে সাদেকও এমন বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ব্যর্থতায় দুঃখ জানিয়েছেন। আমরাও একইভাবে দুঃখিত এবং চিন্তিত।

পরীক্ষায় পাস ফেল আছেই। এ দিক থেকে ফল প্রকাশের সঙ্গে দায়-দায়িত্ব চুকে গেছে বা চুকে যাওয়ার কথা। আমরা কিন্তু এ বিষয়টিকে অতটা সহজভাবে নিতে পারিনি। দীর্ঘ দিন ধরেই আমরা বলে আসছিলাম, শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার আবর্তে ঠেলে দেয়া যেতে পারে না। পঠন-পাঠনের মান আর পরীক্ষার মান ভিন্ন হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর অংশের ব্যর্থতা তাই মেনে নেয়া যায় না। এবারকার ফল ব্যর্থতাকেই তুঙ্গে তুলেছে। ব্যাপারটি নিয়ে তাই নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষামন্ত্রী তার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার, বিশেষ করে ইংরেজী আর অংক শিক্ষার নিম্ন মানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, অসদুপায় বন্ধ এবং ইংরেজী ও অংকে ছাত্ররা ভাল না করায় এ-বছর এইচএসসি পরী-ক্ষায় পাসের হার সর্বনিম্ন রেকর্ডে পৌঁছার কারণ হতে পারে। মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, ইংরেজী ও অংক—এই দুটি বিষয়ে শিক্ষার মান বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়ার। এ আশ্বাস অবশ্যই স্বাগত। তবে শিক্ষার মান যতক্ষণ উন্নত না হয় ততক্ষণ শিক্ষা আর পরীক্ষার মানে সঙ্গতি বজায় রাখার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার। আমরা এ দিকটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষ করে শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা-কর্মকর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। শিক্ষার্থীদের আমরা যতটুকু দিতে পেরেছি, তার অতিরিক্ত চাইতে গেলে পরীক্ষার ফল এমন বিপর্যয়করই হবে।

শিক্ষার আয়োজনে দুর্বলতা আছে সন্দেহ নাই। তবে তার দায় এককভাবে শিক্ষার্থীদের এবং প্রকারান্তরে অভিভাবকদেরই বইতে হবে, এ কোন কাজের কথা নয়। আমাদের শিক্ষার মান অবশ্যই বাড়ানো দরকার এবং সর্ব বিষয়েই তা আবশ্যক। আর এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবার-কার পরীক্ষার ফল তথা অভিজ্ঞতাকেও ব্যবহার করতে হবে। সর্বত্র একই প্রশ্নপত্র ব্যবহারের জন্যেই বিপর্যয় ঘটেছে, এ দাবী মানা যায় না। শিক্ষ-কেরা তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে, আর শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করলে এমনটা হওয়ার কারণ ছিল না। মূল গলদের কেন্দ্র হিসেবে তাই পাঠকক্ষ-কেই চিহ্নিত করতে হবে।

যারা এবার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছে তারা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। আমরা তাদের সাধুবাদ জানাই। ব্যর্থদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। আমরা আশা করবো, তারা এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়ে তোলায় মন দেবে। বস্তুত, কোন জাতিই তার তরুণদের ব্যর্থতার আবর্তে ঠেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। ব্যর্থদের প্রতিও তাই গভীর সহানুভূতি নিয়ে ফিরে তাকাতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায় এই সহানুভূতির আভাস দেখে আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সন্তানদের জীবন-কে সুন্দরতর এবং সার্থকতর করে তুলবে, এটাই আমাদের কাম্য।